আত্মা তদধীনত্বমিত্যর্থঃ। তদুক্তং ন সাধয়তি মাং যোগ ইত্যাদি। তস্য তব তথা-ভূতেষু ন জাতিগুণাদ্যপেক্ষা চেত্যন্তরঙ্গলীলায়ামপি দৃশ্যতে ইত্যাহ য ইতি। সহেতি সহভাবং সখ্যমিত্যর্থঃ। মৃগৈ বৃন্দাবন চারিভিঃ। স্বয়ন্ত কথম্ভূতোঽপি ঈশ্বরা-ণামিত্যাদিলক্ষণোঽপি। ঈশ্বরাঃ শ্রীশিবব্রহ্মাদয়ঃ। জ্ঞানযোগাদিপরমফলরূপাপি যা মুক্তিস্তাং দৈত্যেভ্যো দদাসি। পাণ্ডবাদিসখ্যদৌত্যবীরাসনাদিস্থিতিবৎ দাসানান্ত স্বয়মধীনো ভবসি। অত এবম্ভূতস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব তব ভক্তির্মুখ্যেতি ভাবঃ। ফলিত-মাহতং ত্বাখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং সর্ব্বার্থদং স্বকৃতবিদ্বিসৃজেত কো নু। কো বা ভজেৎ কিমপি বিস্মৃতয়ে নু ভূত্যৈ কিং বা ভবেন্ন তব পাদরজোজুষাং নঃ॥ ৩২৮॥

তমেবংভূতং ত্বাং স্বকৃতবিৎ প্রসন্নবদনাম্ভোজং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণমিত্যাদি শ্রীকপিল-দেবোপদেশতঃ স্বসৌন্দর্য্যাদিস্ফূর্ত্তিলক্ষণং স্বস্মিন্ কৃতং ত্বদীয়োপকারং যো বেত্তি স কো নু বিসৃজেৎ তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈ র্বিযুঙ্‌ক্তে ইতি তদুপদিষ্টাধিকারিবিশেষবৎ পরিত্যজেৎ তাং কোঽপীত্যর্থঃ। তস্মাদ্ যস্ত্যজতি স কৃতঘ্নভবেতি ভাবঃ। কথম্ভূতং ত্বাম্? স্বরূপত এবাখিলানামাত্মনাং দয়িতং প্রাণকোটিপ্রেষ্ঠম্ ঈশ্বরঞ্চেত্যাদি। তথা, নু বিতর্কে ত্বদ্ব্যতিরিক্তং কিমপি দেবতান্তরং ধর্ম্মজ্ঞানাদিসাধনং ভূত্যৈ ঐশ্বর্য্যায় সংসারস্য বিস্মৃতয়ে মোক্ষায় বা কো ভজেৎ? ন কোঽপীত্যর্থঃ। অস্মাকন্তু তত্তৎ ফলমপি ত্বদ্ভক্তে রেবান্তর্ভূতমিত্যাহ, কিঞ্চেতি। বা শব্দেন তত্রাপ্যনাদরঃ সূচিতঃ। তদুক্তং, যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসেত্যাদি। ননু কথং তত্তৎ ফলমপি বিসৃজতি, ন তু মাং, কিম্বা মম কৃতং, তত্রাহ—নৈবোপর্যন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ। যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্য চৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥ ৩২৯॥

হে ঈশ্বর, কবয়ঃ সর্ব্বজ্ঞাঃ ব্রহ্মতুল্যায়ুষোঽপি তৎকালপর্য্যন্তং ভজন্তোঽপীত্যর্থঃ। তব কৃত মুপকারঃ ঋদ্ধমুদঃ উপচিতত্বদ্ভক্তিপরমানন্দাঃ সন্তঃ স্মরন্তঃ। অপচিতিং প্রত্যুপকার-মানৃণ্যমিতি যাবৎ তাং ন উপযন্তি পশ্যন্তি। তস্মান্ন বিসৃজেদিত্যুক্তম্। কৃতমাহ, যো ভবান্ তণুভৃতাং তৎকৃপাভাজনত্বেন কেষাঞ্চিৎ সফলতনুধারিণাং বহিরাচার্য্যবপুষা গুরুরূপেণ অন্তশ্চৈত্যবপুষা চিত্তস্ফুরিত ধ্যেয়াকারেণ অশুভং ত্বদ্ভক্তিপ্রতিযোগি সর্ব্বং বিধুন্বন্ স্বগতিং স্বানুভবং ব্যনক্তীতি॥ ১১।২৯॥ শ্রীমদুদ্ধবঃ॥ ৩২৬—৩২৯॥

শ্রীমান উদ্ধব মহায়য়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ১১শ স্কন্ধে যে সংবাদ হইয়াছিল, তাহার মর্ম্মার্থে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেও পূর্ব্ববর্ণিত অভিপ্রায়ই দেখা যায়। সেই প্রসঙ্গে যদ্যপি ১১।২৮।৪৪ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান ও যোগচর্য্যার সহিত ভক্তির অনুষ্ঠানের দ্বারাই নিজ নিজ সাধনের ফলজনকত্ব দেখাইয়াছেন অর্থাৎ জ্ঞানসাধনই হউক বা যোগসাধনই হউক, যদি ভক্তি-যোগের সহিত অর্পিত হয়, তবে তাহা ফলজনক হইয়া থাকে। ভক্তি সাহচর্য্য বিনা কেবল জ্ঞান বা যোগ ফল প্রদানে অসমর্থ। তাই পরম ঐকান্তিক ভক্ত শ্রীমান উদ্ধব মহাশয় সেই জ্ঞান ও যোগচর্য্যার কোন অংশই স্বীকার না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—